বেরোবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারী কর্মকর্তাদের বাদ দিয়ে মামলার প্রস্তুতি!

বেরোবি প্রতিনিধি

০৫ মে, ২০২৫ ১৭:৫৮

শেয়ার

অ +

অ -

সংগৃহীত ছবি

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থী শহীদ আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ড এবং শিক্ষার্থী নিপীড়নের ঘটনায় ৯ মাস পেরিয়ে গেলেও মামলা করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে মামলা করার প্রক্রিয়া চলছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, হামলায় সরাসরি অংশ নেওয়া ৮ থেকে ১০ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে একটি পক্ষ। এতে করে প্রকৃত অপরাধীরা দায়মুক্তি পাচ্ছেন বলে মনে করছেন শিক্ষার্থীরা।

২০২৪ সালের ১৬ জুলাই কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। আন্দোলন দমন ও পুলিশি সহিংসতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকায় তখন থেকেই তীব্র সমালোচনা শুরু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীদের ভাষ্য মতে, প্রশাসনের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশ করে অস্ত্রধারী যুবলীগ-ছাত্রলীগ কর্মী এবং পুলিশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির প্রাথমিক তালিকায় অভিযুক্ত হিসেবে ২৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম থাকলেও পরে তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, যারা আন্দোলনের সময় প্রকাশ্যে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো তদন্ত প্রক্রিয়াকে দীর্ঘসূত্রতায় ফেলা হচ্ছে।

তালিকায় বাদ পড়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন- গণিত বিভাগের উপ-রেজিস্ট্রার মো. আনোয়ার হোসেন, সাবেক ভিসির পিএ ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা মো. আবুল কালাম আজাদ, রেজাউল ইসলাম লাবু (কাফেটেরিয়া), মো. শাহিন মিয়া ওরফে শাহিন সর্দার সহকারী রেজিস্ট্রার (নিরাপত্তা), মো. রিয়াজুল ইসলাম (উপপরিচালক, পেনশন শাখা), তাপস কুমার গোস্বামী (উপ-রেজিস্ট্রার, পরিবহন), এরশাদুজ্জামান কাজল (উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক), মো. নুরুজ্জামান (কম্পিউটার অপারেটর), বিপ্লব (কর্মচারী, ভূগোল বিভাগ), মনিরুজ্জামান পলাশ (বহিষ্কৃত সেকশন অফিসার), মোক্তারুল ইসলাম (সহকারী রেজিস্ট্রার, ডেসপাস শাখা)-সহ আরো অনেকে।

এ ছাড়া অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন তৃতীয় শ্রেণি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. মাসুম খান, সাবেক সভাপতি মো. মাহবুবুর রহমান, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. নুর আলম মিয়া, সহকারী রেজিস্ট্রার হাফিজ আল আসাদ রুবেল, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের এ কে এম রাহিমুল ইসলাম দিপু, প্রক্টর অফিসের কর্মচারী মো. আপেল, সবুজ মিয়া (সংস্থাপন শাখা-১) প্রমুখ।

১৬ জুলাইয়ের ঘটনায় ভিডিও ও ছবি বিশ্লেষণে দেখা যায়, এদের অনেকেই ঘটনাস্থলে অস্ত্র, লাঠি, ইট, হেলমেটসহ অবস্থান করেছিলেন।

আবু সাঈদের বড় ভাই রমজান আলী রংপুর মেট্রোপলিটন আদালতে পৃথকভাবে একটি মামলা করলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এখনো মামলা করতে পারেনি। শিক্ষার্থীদের লাগাতার আন্দোলন ও অভিযোগের পরেও মামলার অগ্রগতি হয়নি। শুধু ১০৮তম ও ১০৯তম সিন্ডিকেট সভায় কিছু শিক্ষক-কর্মচারী ও ৭১ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক শাস্তি দেওয়া হয়।

১৬ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে, ছাত্রলীগ ও পুলিশের পাশে দেশীয় অস্ত্র দেখা গেছে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. নুর আলম মিয়াকে। এ সময় তার হাতে শিক্ষার্থীদের আক্রমণের উদ্দেশ্যে ছাত্রলীগের পাশে বড় একটি ইটসহ একটি ছবি আমাদের হাতে এসেছে।

আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বহিষ্কৃত তুফানের পাশে সেকশন অফিসার মনিরুজ্জামান পলাশের হাতেও একটি দেশীয় লাঠি দেখা গেছে। হেলমেট মাথায় ডেসপাস শাখার সহকারী রেজিস্ট্রার মো. মোক্তারুল ইসলাম,

নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা শাখার উপ-রেজিস্ট্রার হাফিজ আল আসাদ রুবেল, নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা শাখার সহকারী রেজিস্ট্রার মো. শাহিন মিয়া, সাবেক তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. মাহবুবুর রহমানকেও আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থলে দেখা গেছে।

এদিকে গত বছরের ১১ জুলাই, আবু সাঈদসহ বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে বাধা দিয়ে ছিলেন প্রাক্তন উপাচার্যের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) ও নিরাপত্তা দপ্তরের কর্মকর্তা মো. আবুল কালাম আজাদ। এ ছাড়া ১৬ জুলাই আবু সাঈদ হত্যার দিন একাধিক ছবি ও ভিডিও পাওয়া গেছে আওয়ামী লীগের নেতার সঙ্গে, যেখানে তাকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। এই ঘটনায় মো. আবুল কালাম আজাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এ ছাড়া তিনি রংপুর সদরের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সমন্বয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেতরে অবস্থান করার জন্য সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন পুলের উপ-রেজিস্ট্রার তাপস কুমার গোস্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে, বিপুল পরিমাণ টাকার বিনিময়ে প্রাথমিক তদন্ত কমিটির তালিকা থেকে তার নাম সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ কাজে সহযোগিতা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি (সমন্বয়ক) এবং কয়েকজন সাংবাদিক। আমাদের কাছে প্রাপ্ত ভিডিও এবং ছবিতে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, তিনি ১৬ জুলাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

তদন্ত তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া বিষয়ে জানতে চাইলে সমন্বয়ক আশিকুর রহমান বলেন, ‘আমাকে এক সাংবাদিক ফোন দেন তার নাম কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত কমিটি থেকে তাদের নামের তালিকা তাদের হাতে গেছে। তখন আমাদের হাতে স্ট্রং প্রমাণ ছিল না। তাই তাদের নাম কেটে দিয়েছি। আমরা তার নাম তদন্ত কমিটির কাছে জমা দিয়ে এটা কিভাবে ফাঁস হলো জানি না।’

শহীদ আবু সাঈদের সহযোদ্ধা শামসুর রহমান সুমন বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সাধারণভাবে কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারেন না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের নেতারা এবং পুলিশ কিভাবে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করল?’

শিক্ষার্থীরা নুসরাত জাহান লিমা বলেন, ‘অভিযুক্ত সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে মামলার ব্যবস্থা নেওয়া হোক।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী বলেন, ‘আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ড নিয়ে মামলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অস্ত্র বহন ও শিক্ষার্থী নিপীড়নের ঘটনায় আলাদা মামলা হবে। কর্মকর্তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে কি না, এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না।’